৪৬তম বিসিএস

প্রিলি ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ০১

টপিক:
প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

SYLLABUS

বাংলাদেশ বিষয়াবলি
(BANGLADESH AFFAIRS)
পূর্ণমান: ৩০

মান বন্টন

১. বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি: ০৬

প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৪ সালের নির্বাচন; ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬; অভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন; অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১; ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ; স্বাধীনতা ঘোষণা; মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি; মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল; মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা; পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

২. বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ: ০৩

শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা।

৩. বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি। ০৩

৪. বাংলাদেশের অর্থনীতি: ০৩

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী, জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজনীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি।

SYLLABUS

মান বন্টন

৫. **বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য:** ০৩
শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেন-দেন, অর্থ প্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

৬. **বাংলাদেশের সংবিধান:** ০৩
প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, সংবিধানের সংশোধনীসমূহ।

৭. **বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা:** ০৩
রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি, সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা।

৮. **বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা:** ০৩
আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ, আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার।

৯. বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। ০৩

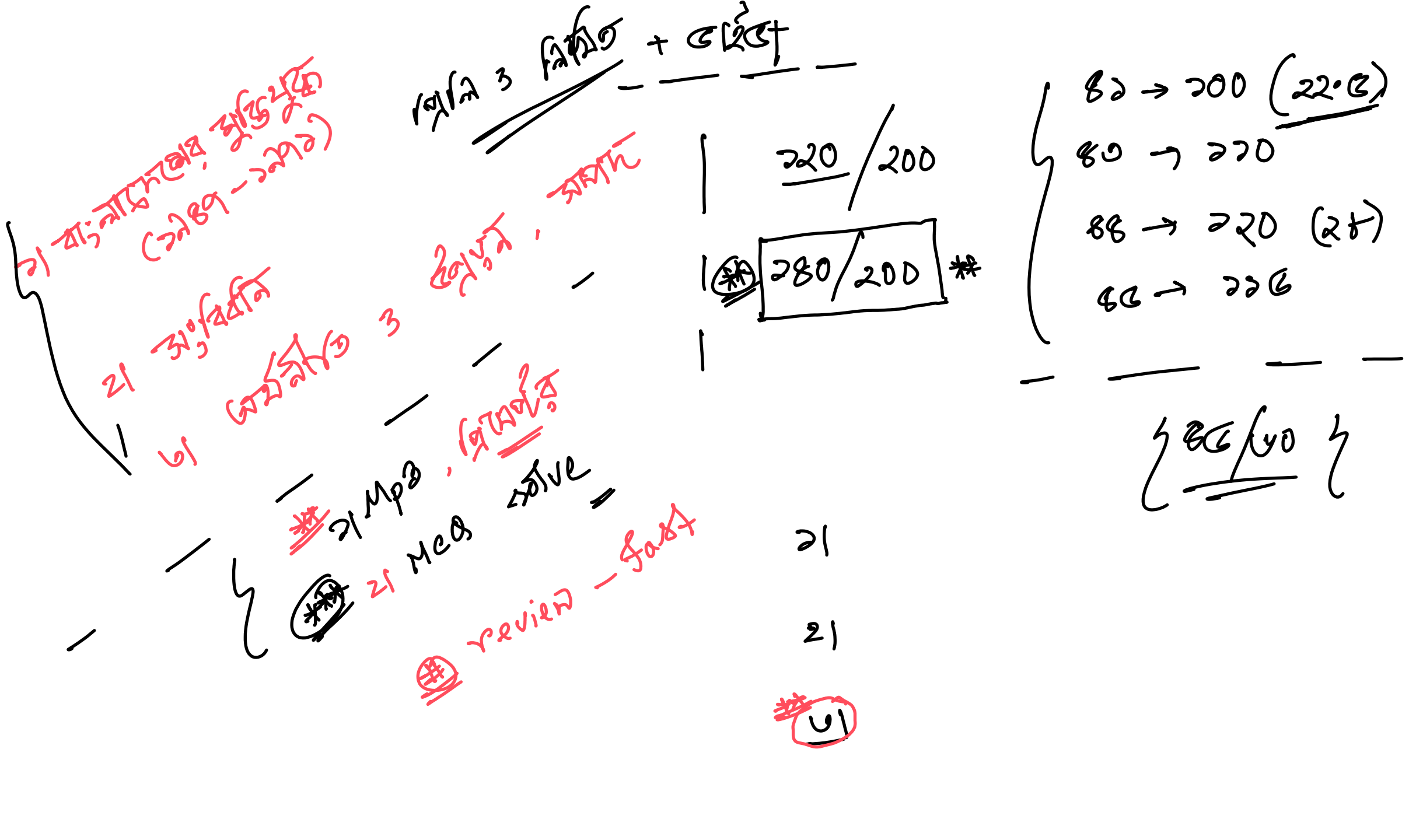

গণিত ও বিজ্ঞান + ইংরেজি

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭ - ১৯৭১)

২। সংবিধান

৩। জেন্ডার ও উন্নয়ন, সমাজ

*** ১। Mp3, প্রেমেন্দ্র solve

*** ২। MCQ review _ fast

***

২২০/২০০

*** ২৪০/২০০ **

৮১ → ১০০ (২২.৫)

৮৩ → ১১০

৮৪ → ১২০ (২৮)

৮৫ → ১২৫

৮৫/৯০

১।

২।

*** ৩।

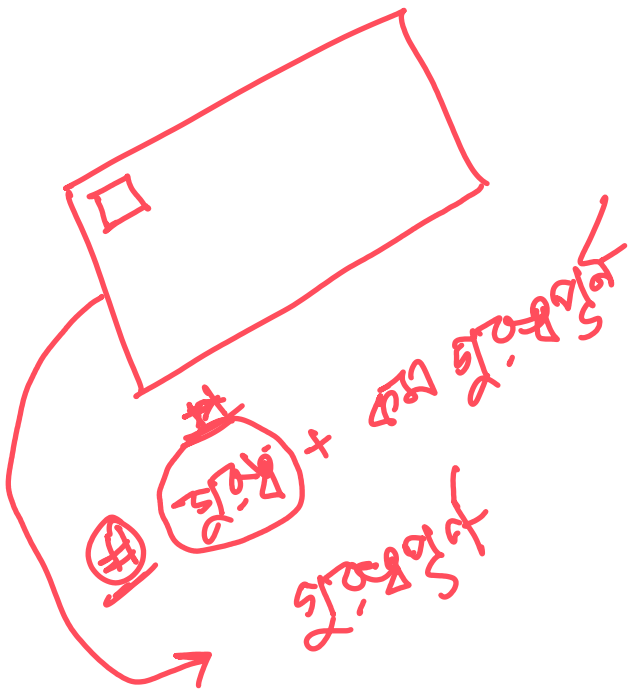

গুরুত্ব + কম গুরুত্বপূর্ণ
গুরুত্বপূর্ণ

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বিষয়	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫
সাম্প্রতিক বাংলাদেশ	৪		২			৯	৪	৭	৩	১	৪
বাংলাদেশ পরিচিতি	১	৩		১	৪			২	২	৫	৬
প্রাচীন যুগে বাংলাদেশ		১	৩	২	৪	১		১		৩	২
উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামল		২		১	২	১	২	১	১	২	
ব্রিটিশ শাসনামল	১	১		১	১	২	১		১	১	১
পাকিস্তান শাসনামল	৩	৩	১	২	৩	২		৩	২	৩	১
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও অভ্যুদয়	১	৩	২	৩	৪	২	৩	১	৩	৪	৫
বাংলাদেশের কৃষি সম্পদ		২	২	৩		২	১	৩	৩	১	১
বাংলাদেশের বনজ সম্পদ	১									১	২
বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ	১					১				২	১
বাংলাদেশের জনসংখ্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	২	২	৩	১	১	৩		৪	৫	২	২

বিগত বছরের বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন বিশ্লেষণ

বিষয়	৪৫	৪৪	৪৩	৪২	৪১	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫
বাংলাদেশের অর্থনীতি	৩	৩	৩			৪	২	৪	২	২	২
বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য	২	১	১	১	১	৩		১	৪		১
বাংলাদেশের সংবিধান	৫	৩	৪	২	৪	৫	৩	৪	১	১	১
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা			১			২		১	১		
বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা ও নির্বাচন	২	১	৪		১		১	৩	৩	১	১
যোগাযোগ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা			১							১	
জাতীয় অর্জন ও অন্যান্য	৪	৫	৩	৪	৫	২	৩	২	২	১	৪

বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

☐ সমগ্র বাঙ্গালি জনগোষ্ঠীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:- ১. প্রাক আর্য (অনার্য); ২. আর্য

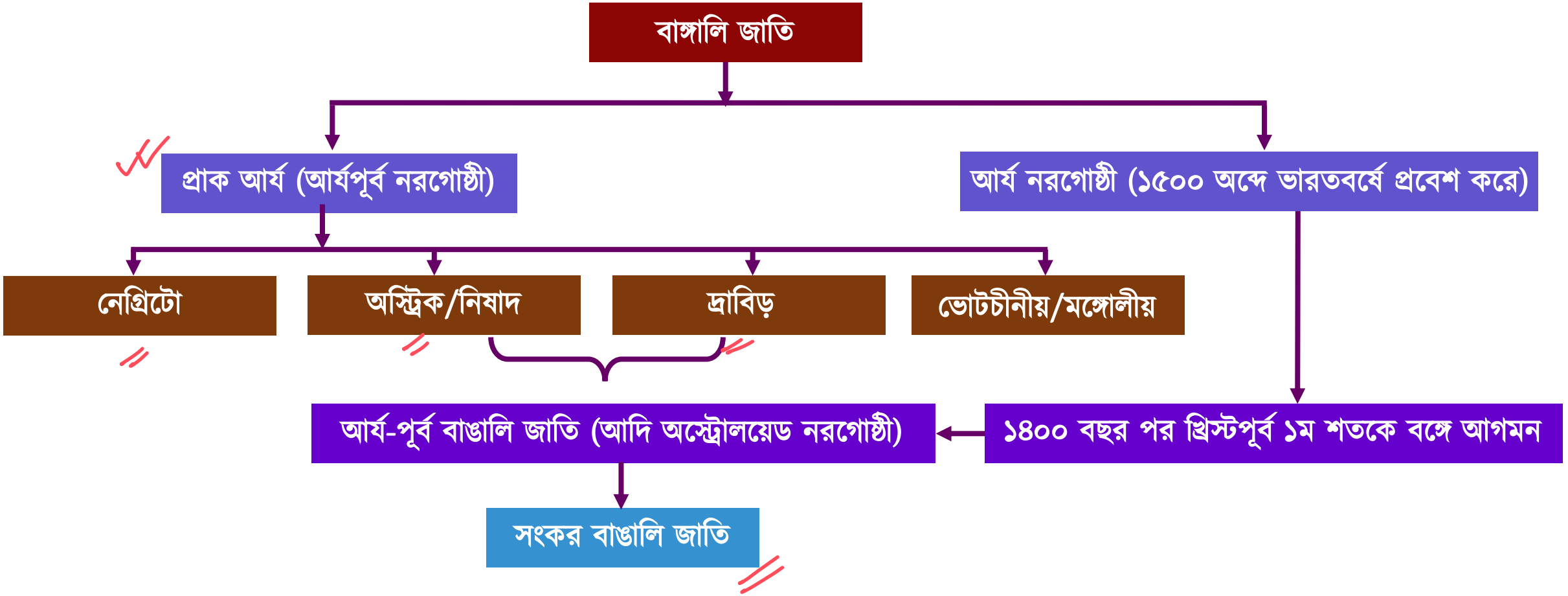

বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

বিষয়	নেগ্রিটো	অস্ট্রিক	দ্রাবিড়	ভোটচীনীয়	আর্য
আগমন	আফ্রিকা	ইন্দোচীন	দক্ষিণ ভারত	চীন ও তিব্বত	মধ্য এশিয়া
সময়কাল	প্রায় ২০,০০০ বছর পূর্বে	৫-৬ হাজার বছর পূর্বে	৪ হাজার বছর পূর্বে	খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে	খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ
শারীরিক বৈশিষ্ট্য	খর্বাকার, গায়ের রঙ কালো, মাথার চুল কোঁকড়ানো, মাথার গড়ন লম্বাটে, নাক চ্যাপ্টা, পুরু ঠোঁট	গায়ের রং বাদামি, ভারী চোয়াল, চোখের মণি বাদামি বা কালো	বর্ণ কালো, উচ্চতা মাঝারি, মাথা গোলাকার, চুল ঢেউ খেলানো বা সোজা, নাকের উচ্চতা মাঝারি, চোখ বড়, চোখের মণি কালো বা ঘোলাটে কালো	কালো চুল, গোলাকার মাথা, নাক চ্যাপ্টা, গায়ের রঙ বাদামি, চোখের রঙ কালো, ছোট, চোখের প্রান্ত ভাঁজযুক্ত	দীর্ঘকায় শরীর, খাড়া নাক, গায়ের রং ফর্সা, পাতলা ঠোঁট
বর্তমান অবস্থান	আসামের নাগা জাতি এবং বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চল, যশোর ও ময়মনসিংহ জেলায়	সাঁওতাল, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি ইত্যাদি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী	দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, কন্নড় ইত্যাদি অঞ্চলের জনগণ	পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী গারো, ত্রিপুরা, চাকমা, কোচ ইত্যাদি	পাকিস্তান, উত্তর ভারত, আফগানিস্তান
বিশেষ তথ্য	বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথম আগমনকারী নৃগোষ্ঠী	এই নৃগোষ্ঠী থেকেই বাঙালি জাতির প্রধান অংশ গড়ে উঠেছে। এরা নিষাদ জাতি নামে পরিচিত। এরা নেগ্রিটোদের উৎখাত করে বসতি স্থাপন করে।	দ্রাবিড়দের প্রকৃত উৎপত্তি হয়েছিল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। এরা সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা।	-	সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত আর্যদের ধর্মগ্রন্থ ছিল বেদ। এরা বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টা।

বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশ

চিত্র: বাংলাদেশে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর আগমন

বাংলার প্রাচীন জনপদ

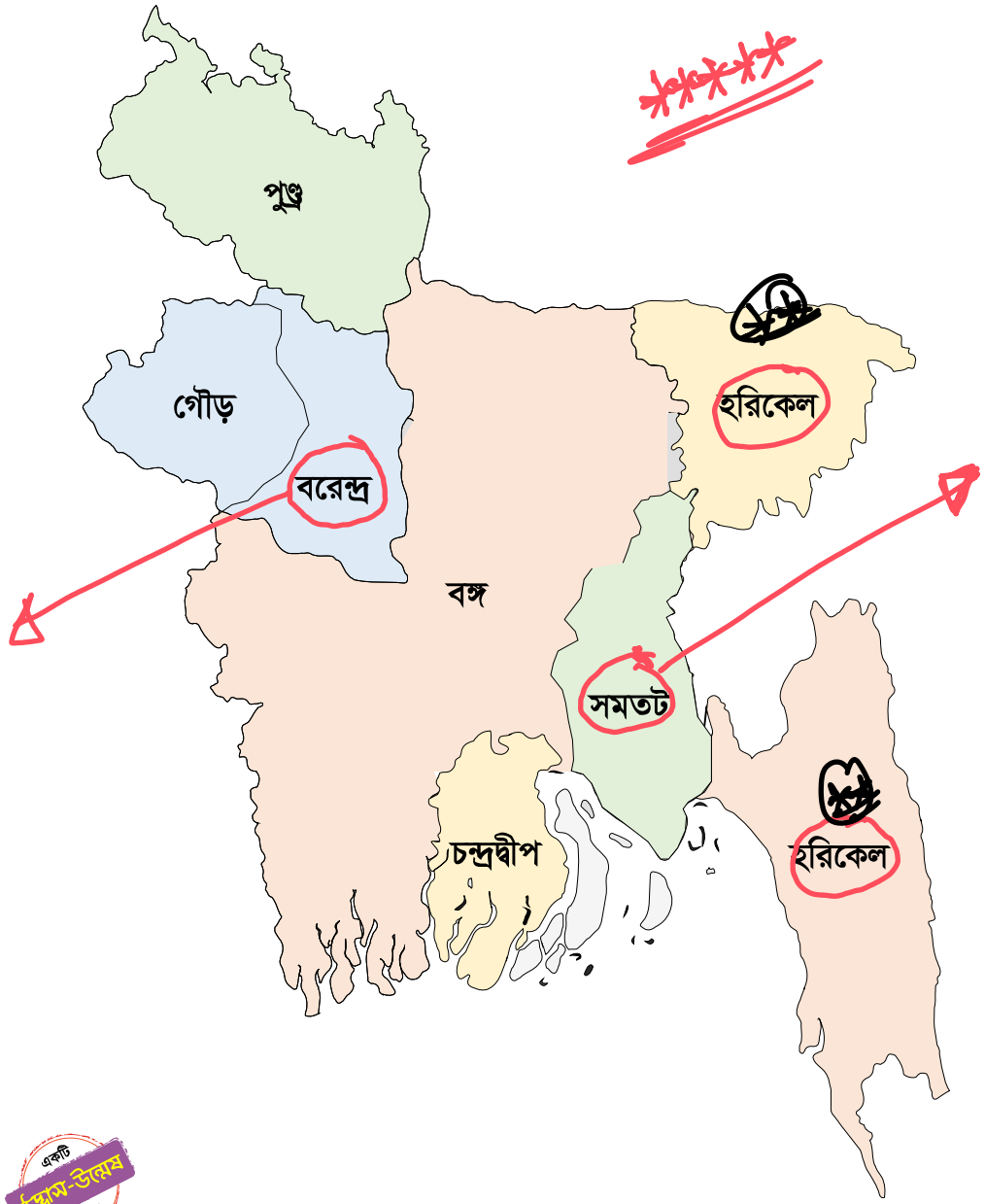

বাংলার প্রাচীন জনপদ

নাম	অবস্থান	রাজধানী	বিশেষত্ব
বঙ্গ	বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল।	-	আয়তনে বৃহত্তম ও দ্বিতীয় স্বাধীন জনপদ। • বঙ্গ জনপদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক। • পদ্মা নদী এ জনপদের উত্তরাংশে অবস্থিত। • বঙ্গ থেকে বাঙালি জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল। • বঙ্গের অঞ্চল ছিল দুটি। ১. বিক্রমপুর ২. নাব্য
পুণ্ড্র	বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ভাগীরথী নদী হতে করতোয়া নদী পর্যন্ত।	পুণ্ড্রনগর (পরবর্তী নাম মহাস্থানগড়, বর্তমান বগুড়া)	• এটি ছিল বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ। • বাংলাদেশের প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায় এই জনপদেই। (অশোক লিপি)

বাংলার প্রাচীন জনপদ

নাম	অবস্থান	রাজধানী	বিশেষত্ব
গৌড়	মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্ধমান ও নদীয়া পর্যন্ত।	কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ)	• প্রথম স্বাধীন রাজ্য। • পাণিনির 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। • শশাঙ্ককে বলা হতো- গৌড়রাজ।
হরিকেল	সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।	-	• এ জনপদের স্থায়ীত্বকাল ৫০০ বছরের অধিক বলে ধারণা করা হয়।
সমতট	বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর নোয়াখালী ও গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত।	বড়কামতা	• বর্তমানে কুমিল্লা নামে পরিচিত। • বঙ্গের প্রতিবেশী জনপদ। • শালবন বিহারের সন্ধান পাওয়া যায়।

বাংলার প্রাচীন জনপদ

নাম	অবস্থান	রাজধানী	বিশেষত্ব
বরেন্দ্র	বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা।	-	• উত্তর বঙ্গের 'শক্ত মাটির' জনপদ।
চন্দ্রদ্বীপ	বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থান। (বর্তমান বরিশাল অঞ্চল)	-	• বরিশাল জেলা ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র। • বাঙালি উপভাষা অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। • মুঘল আমলে চন্দ্রদ্বীপ 'বাকলা' নামে পরিচিত ছিল।

প্রাচীন বাংলায় আগমনকারী পরিব্রাজকগণ

নাম	দেশ	সময়কাল	তৎকালীন শাসক	অন্যান্য তথ্য
দেই মাকস	গ্রিস	খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-২৭৩	বিন্দুসার	-
মেগাস্থিনিস	গ্রিস	খ্রিষ্টপূর্ব ৩০২-২৯৮ এর মাঝামাঝি	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	তিনি 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন যাতে মৌর্যদের শাসনামলের বর্ণনা রয়েছে। মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে প্রথম (গ্রিক) পরিব্রাজক।
ফা-হিয়েন	চীন	৪০১-৪১১ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (গুপ্ত)	তিনি ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফো-কুয়ো-কিং'-এ ৭টি রচনা রয়েছে। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ গ্রন্থ 'রেকর্ডস অব বুদ্ধিস্ট কিংডম'। ভারতবর্ষে তিনি প্রথম চীনা পরিব্রাজক।
হিউয়েন সাঙ	চীন	৬৩০ খ্রিষ্টাব্দ	হর্ষবর্ধন	তিনি নালন্দা বিহারে এসে শীলভদ্রের দীক্ষা লাভ করেন। শীলভদ্র ছিলেন হর্ষবর্ধনের দীক্ষাগুরু ও নালন্দা বিহারের পণ্ডিত

প্রাচীন বাংলায় আগমনকারী পরিব্রাজকগণ

নাম	দেশ	সময়কাল	তৎকালীন শাসক	অন্যান্য তথ্য
আল-বিরুনি	পারস্য (ইরান)	১০২৪-১০৩০ খ্রি.	-	গজনির সুলতান মাহমুদের সাথে এসেছিলেন।
ইবনে বতুতা	মরক্কো	ভারতে আগমন ১৩৩৩ খ্রিষ্টাব্দ	মোহাম্মদ বিন তুঘলক	মোহাম্মদ বিন তুঘলক তাকে কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল রেহেলা'-এতে তিনি বাংলার অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি ১৩৪৬ সালে সোনারগাঁও আসলে বাংলাকে 'দোযখ-ই-পুর নিয়ামত' বা 'নিয়ামত পূর্ণ দোযখ' বলে অভিহিত করেন।
		বাংলায় আগমন ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দ	ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ	
মাহুয়ান	চীন	১৪০৫-১৪৩৩	গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্	তাঁর বর্ণনায় বাংলার ভূমিরূপ ভ্রমণপথ এবং বিভিন্ন স্থানের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাওয়া গিয়েছে।

বঙ্গ ও বাংলা নামের আদি নিদর্শন

কালিদাস	পাণিনি	আবুল ফজল	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্

- ‘বঙ্গ’ শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ নামক গ্রন্থে।
- ‘বঙ্গ’ জনপদের কথা প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কালিদাসের গ্রন্থে এবং গৌড় জনপদের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় পাণিনির গ্রন্থে।
- সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ ‘বাংলা’ ব্যবহার করেন মুঘল সম্রাট আকবরের সভাকবি আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থে।
- ১৩৫২ সালে সুলতানী আমলের শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ সব জনপদকে একত্র করে বাংলার নাম দেন ‘বাঙ্গালাহ্’।
- তাই ইলিয়াস শাহ্ ‘শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ্’ নামে পরিচিত।

POLL QUESTION-01

✪ আর্যরা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলো?

(a) মুসলিম

(b) সনাতন

(c) অগ্নি উপাসক

(d) বৌদ্ধ

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

মৌর্য সাম্রাজ্য (৩২১ – ১৮৫ খ্রি. পূর্বাব্দ)

- সর্ব ভারতীয় প্রথম সম্রাজ্য
- প্রতিষ্ঠাতা : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (নন্দ রাজবংশ উচ্ছেদ করে)
- শ্রেষ্ঠ শাসক : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- রাজধানী : পাটালিপুত্র
- বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী : পুণ্ড্রনগর
- উল্লেখযোগ্য শাসক : চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিন্দুসার, অশোক, বৃহদ্রথ।

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

❑ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১– ২৯৮ অব্দ)

- তিনি ভারতের প্রথম সম্রাট।
- পাটলিপুত্র ছিল তার রাজধানী।
- চাণক্য (ছদ্মনাম: কৌটিল্য) ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী।
- চাণক্যের বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ অর্থশাস্ত্র (১৫ খণ্ড)।

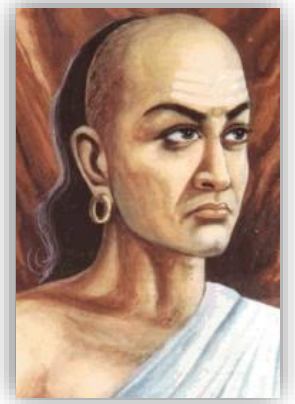

চাণক্য

❑ সম্রাট অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩– ২৩২ অব্দ)

- কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।
- তাকে বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়।
- মহাস্থান গড়ে তার শাসনামলের শিলালিপি পাওয়া গেছে।
- তিনি বাংলার রাজধানী স্থাপন করেছিলেন – পুণ্ড্রনগর।

সম্রাট অশোক

কুষাণ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজা : কণিষ্ক, তার চিকিৎসক 'চরক'
আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সংক্রান্ত "চরক সংহিতা" রচনা করেন।

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

গুপ্ত সাম্রাজ্য (৩২০ – ৫৫০ খ্রি.)

- প্রতিষ্ঠাতা : প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
- শ্রেষ্ঠ রাজা : সমুদ্রগুপ্ত
- প্রাচীন বাংলায় স্বর্ণযুগ নামে পরিচিত

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩১৯–৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)

- তার রাজধানী পাটলিপুত্র।
- উপাধি: রাজাধিরাজ

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫–৩৮০ খ্রিষ্টাব্দ)

- তার আমলে সমতট ছাড়া বাংলার অন্যান্য জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল।
- তাকে প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়। সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০–৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ)

- বিক্রমাদিত্য ছিল তাঁর উপাধি।
- তার সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিভাবান প্রধান নয়জনকে 'নবরত্ন' বলা হয়।
  - যেমন কালিদাস, অমরসিংহ, বরাহমিহির প্রমুখ।
- **মহাকবি কালিদাস:** সংস্কৃত ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচনাবলির মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক ও মেঘদূত অন্যতম। তাকে ভারতের শেক্সপিয়ারের সাথে তুলোনা করা হয়।
- **অমরসিংহ:** প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান (অমরকোষ) প্রণেতা।
- **আর্যভট্ট:** সবার আগে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। রচিত গ্রন্থের নাম আর্য।
- **বরাহমিহির:** বরাহমিহির ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎ সংহিতা'।

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

গৌড় রাজ্য:

- তিনি প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্র করেন।
- শশাঙ্কের উপাধি ছিল রাজাধিরাজ।
- তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা।
- শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণে।

মাৎস্যন্যায় (৭ম-৮ম শতক)

- ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়।
- রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়।
- এ অরাজকতার সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎস্যন্যায়' বলে।
- ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গোপালের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মাৎস্যন্যায়ের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

পাল বংশ (৭৫০-১১৬১)

- বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে।
- পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- পাল আমলে 'পুলিশ' ও বিচার ব্যবস্থা'র ধারণা পাওয়া যায়।
- পাল সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিত" কাব্যে পাল রাজাদের "সমুদ্রকূলোদ্ভূত" বলেছেন।

গোপাল (৭৫০–৭৮১ খ্রি.)

- গোপাল ছিলেন বাংলার পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং পাল বংশের প্রথম রাজা।

ধর্মপাল (৭৮১–৮২১ খ্রি.)

- ধর্মপাল ছিলেন পাল রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (বিক্রমশীল তাঁর উপাধি)।
- তিনি নওগাঁর পাহাড়পুরে সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন।
- ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন গর্গ।
- তিনি হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

দেবপাল (৮২১–৮৬৬ খ্রি)

- দেবপাল সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন।
- দেবপালের প্রষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭৫–১০৮০ খ্রি)

- দ্বিতীয় মহীপাল বরেন্দ্র অঞ্চলে জেলেদের "কৈবর্ত বিদ্রোহ" এর মুখোমুখী হন ও খুন হন।

রামপাল (১০৮২–১১২৪ খ্রি)

- রামপাল ছিলেন পাল বংশের শেষ সফল রাজা।
- প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ 'রামচরিত' থেকে রামপাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- দিনাজপুরের রামসাগর তারই অন্যতম কীর্তি।

মদন পাল (১১৪৩–১১৬২)

- মদন পাল ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ রাজা।
- তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ধ্যাকর নন্দী সংস্কৃত কাব্য 'রামচরিতম' রচনা করেন।

POLL QUESTION-02

✪ কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয় কার শাসনামলে?

(a) গোপাল

(b) দ্বিতীয় মহীপাল

(c) রামপাল

(d) ধর্মপাল

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

সেন শাসনঃ (১০৬১ খ্রিষ্টাব্দ – ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

- সামন্ত সেন ছিলেন বাংলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা।
- তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে।
- সেন বংশের রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

বিজয় সেন (১০৯৮–১১৬০ খ্রি.)

- বিজয় সেন ছিলেন সেন বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।
- হুগলী জেলার ত্রিবেনীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল তাঁর প্রথম রাজধানী।
- তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে।
- পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, অধিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

বল্লাল সেন (১১৬০–১১৭৮ খ্রি.)

- কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসাবে পরিচিত।
- তিনি রামপালে (মুন্সীগঞ্জ) নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।
- বল্লাল সেন ছিলেন একজন পণ্ডিত ও লেখক। দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর তার উল্লেখযোগ্য রচনা।

লক্ষ্মণ সেন (১১৭৮–১২০৬ খ্রি.)

- ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণ সেন কে পরাজিত করেন।
- নদীয়া হতে পালিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে তিনি আরো ২/৩ বছর রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণ সেন ও বখতিয়ার খলজির যুদ্ধ

প্রাচীন বাংলায় বিভিন্ন শাসনামল

বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন (১২২৫ - ১২৩০ খ্রি.)

✪ লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তার পুত্রদয় বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছু দিন বিক্রমপুর শাসন করেন।

✪ সেনযুগের অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলায় হিন্দু রাজাদের শাসনের অবসান ঘটে।

বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন (১২২৫ - ১২৩০ খ্রি.)

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম পুত্র বিশ্বরূপ সেন (১২০৬ - ১২২৫) রাজা হন। বিশ্বরূপ সেনের পর রাজা হন কেশব সেন। বিশ্বরূপের শাসনামলেই কেশব সেন বিক্রমপুর শাসন করেন। কেশব সেন ছিলেন সেন রাজবংশের শেষ রাজা যিনি ১২২৫-১২৩০ পর্যন্ত সেন রাজবংশের রাজত্ব করেন। সেনযুগের অবসানের মধ্য দিয়ে বাংলায় হিন্দু রাজাদের শাসনের অবসান ঘটে।

বাংলার মধ্যযুগ

- তুর্কি শাসন (১২০৪-১৩৩৮ খ্রি.)
- স্বাধীন সুলতানি শাসন (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.)
- আফগান শাসন (১৫৩৮-১৫৭৬ খ্রি.)
- বারো ভূঁইয়া ও মুঘল শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)

তুর্কি শাসন

বাংলায় তুর্কি শাসনের ২টি পর্যায় ছিল। (i) খলজি শাসন ও (ii) মামলুক/দাস শাসন।

খলজি শাসন

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি

- কুতুবউদ্দিন আইবেকের অনুমতি নিয়ে তুর্কি বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি বাংলার রাজধানী লক্ষণাবতীতে (গৌড়ে) স্থাপন করেন।
- ঘন ঘন বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার জন্য দিল্লির ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বাংলার নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর' বা 'বিদ্রোহের নগরী'।

দাস বা মামলুক শাসন

- ইওয়াজ খলজির মৃত্যুর পর বাংলা দিল্লির অধীন হয় এবং ১২২৭ হতে ১২৮৭ খ্রি. পর্যন্ত ১৫ জন শাসক বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে ১০ জন ছিলেন মামলুক বা দাস।
- বাংলার প্রথম তুর্কি শাসক ছিলেন দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন (১৩৩৮ – ১৫৩৮)

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮– ১৩৪৯)

- ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান।

শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২–১৩৫৮)

- তিনি ১৩৫২ সালে পুরো বাংলা অধিকার করেন।
- তাঁর রাজত্বকালে বাঙালিরা সর্বপ্রথম একটি জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- উপাধি - 'শাহ–ই–বাঙ্গালাহ'

সিকান্দার শাহ

- তিনি পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'আদিনা মসজিদ' ও দিল্লির 'কোতওয়ালী দরওয়াজা' নির্মাণ করেন।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯১– ১৪১১)

- তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের শেষ সুলতান।
- পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তাঁর পত্রালাপ হতো।
- তার সময়ে শাহ মুহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ জুলেখা' রচনা করেন; কৃত্তিবাস ওঝা 'রামায়ণ' বাংলায় অনুবাদ করেন।

জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫ – ১৪১৬ এবং ১৪১৮– ১৪৩১)

- জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ ছিলেন রাজা গণেশের পুত্র।
- তিনি 'খলিফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩–১৫১৯ খ্রি.)

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।
- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ তাঁর রাজধানী গৌড় হতে একডালাতে স্থানান্তর করেন।
- তার শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলা হয়।
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় মহাভারত রচনা করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী।
- তাঁর উপাধিসমূহ ছিল ১. বাংলার আকবর ২. নৃপতি তিলক ৩. জগৎ ভূষণ ৪. কৃষ্ণাবতার ।
- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও গুমতিদ্বার আলাউদ্দিন হুসেন শাহ এর দুটি বিখ্যাত কীর্তি।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন

নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ (১৫১৯–১৫৩২)

- নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ এর অমরকীর্তি গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ (বারদুয়ারি মসজিদ), রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, কদম রসুল ভবন, বাগেরহাটের 'মিঠা পুকুর'।

গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৫৩৩– ১৫৩৮ খ্রি.)

- গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান।

বারো ভূঁইয়াদের নাম ও অধিকৃত এলাকা

বারো ভূঁইয়াদের নাম	অধিকৃত এলাকা
ঈসা খান ও মুসা খান	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, ময়মনসিংহ, পাবনা, বগুড়া ও রংপুরের কিছু অংশ
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর ও মুন্সিগঞ্জ)
বাহাদুর গাজী	ভাওয়াল
সোনা গাজী	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমানায়)
ওসমান খান	বোকাইনগর (সিলেট)
বীর হামির	বিষ্ণুপুর (বাকুড়া)

বারো ভূঁইয়াদের নাম	অধিকৃত এলাকা
লক্ষ্মণ মাণিক্য	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
পরমানন্দ রায়	চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল)
বিনোদ রায়, মধু রায়	চান্দপ্রতাপ (মানিকগঞ্জ)
মুকুন্দরাম, সত্রজিৎ	ভূষণা (ফরিদপুর)
রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র	বরিশাল জেলার অংশ বিশেষ
প্রতাপাদিত্য	যশোর (রাজধানী-ধুমঘাঁটি)

বারো ভূঁইয়াদের নাম ও অধিকৃত এলাকা

ঈসা খান

- বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান।
- ঈসা খানের সময় রাজধানী ছিল সোনারগাঁওয়ে।
- তার উপাধি ছিল 'মসনদ-ই-আলা'।

মুসা খান

- ঈসা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুসা খান বারো ভূঁইয়াদের নেতা হিসেবে ১৫৯৯ সালে সোনারগাঁও এর মসনদে বসেন।
- তাঁর জমিদারি এলাকা ছিল বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ।
- ১৬০৩ সালে তিনি সুবাদার মানসিংহের নিকট হেরে যান।
- মুসা খানের সমাধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

মুঘল শাসনামলে বাংলা (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রি.)

বাংলার মুঘল শাসন দুই পর্বে বিভক্ত। (১) সুবাদারি আমল (১৬১০-১৭০০ খ্রি.) (২) নবাবি আমল (১৭০০-১৭৫৭ খ্রি.)

সুবাদারি শাসন	❖ ১৭শ শতকের প্রথম দিক থেকে ১৮শ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ছিল সুবাদারি শাসনের স্বর্ণযুগ। ❖ সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে বারো ভুঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
নবাবি শাসন	১৭১৭ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০ বছর ছিল নবাবদের শাসনকাল।

মুঘল শাসনামল

জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.)

- জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।
- বাবরের আত্মজীবনী গ্রন্থ 'তুযুক-ই-বাবর (বাবরনামা)'।
- ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবর।
- ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্রবাদী হিন্দুগোষ্ঠী কর্তৃক মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

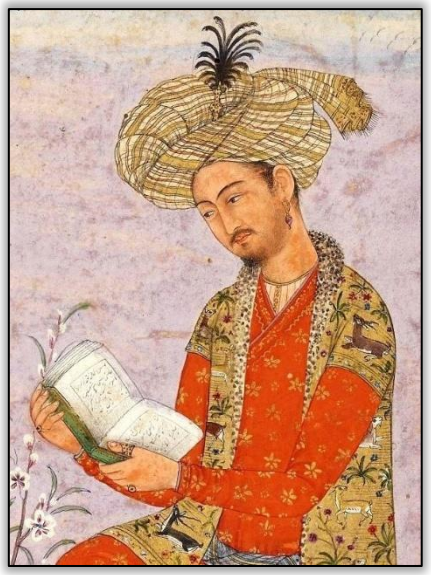

বাবরের প্রতিকৃতি

মুঘল শাসনামল

নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৫৬)

- তিনি বাংলার নাম রাখেন জান্নাতাবাদ।
- ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে হুমায়ুন ও শেরশাহের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও হুমায়ুন পরাজিত হয় এবং শেরশাহ্ দিল্লী দখল করেন।
- হুমায়ুন পুনরায় দিল্লি দখল করেন ১৫৫৫ সালে।
- "হুমায়ুন নামা" লিখেন গুলবদন খান।

হুমায়ুনের প্রতিকৃতি

মুঘল শাসনামল

আফগান শাসনামল (১৫৩৮-১৫৭৬)

শেরশাহ (১৫৪০–১৫৪৫)

- শেরশাহের কীর্তি–ঘোড়ার ডাকের প্রচলন (ডাক ব্যবস্থা বা সংবাদ বাহন), মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার, 'দাম' নামক রুপার মুদ্রার প্রচলন, সোনারগাঁও হতে লাহোর পর্যন্ত (৪৮৩০ কি. মি) 'সড়ক–ই–আজম'/গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের নির্মাতা, কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রথার প্রবর্তক।
- বাংলার শেষ আফগান শাসক – দাউদ খান কররানী

মুঘল শাসনামল

জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর (১৫৫৬–১৬০৫)

- সম্রাট আকবর বাংলা জয় করেন ১৫৭৬ সালে।
- সম্রাট আকবরের সময়ে সমগ্র বঙ্গ দেশ 'সুবহ-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত ছিল ।
- তিনি 'মনসবদারি প্রথা' প্রচলন করেন। তার সময়ে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ রচনা করেন।
- তিনি বুলন্দ দরওয়াজ ও স্বর্ণমন্দির এর নির্মাতা ছিলেন।
- সম্রাট আকবর রাজপুত ও হিন্দুদের বন্ধুত্ব অর্জন করার জন্য 'তীর্থকর' ও 'জিজিয়া কর' রহিত করেন।
- ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে সকল ধর্মের সার সম্বলিত 'দীন-ই-ইলাহী' নামক নতুন একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রবর্তন করেন।
- (১৫৫৬ সাল) মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেন।
- সম্রাটের রাজসভার সদস্যদের মধ্যে আবুল ফজল, ফৈজী, টোডরমল, বীরবল, মানসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
- আকবরের রাজসভার গায়ক ছিলেন তানসেন (প্রকৃত নাম রামতনু পাণ্ডে) তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বলে তাকে বুলবুল-ই-হিন্দ উপাধি দেওয়া হয়।
- ফতেহপুর সিক্রি নগরীর পত্তন এবং আগ্রার দুর্গ আকবরের অমর কীর্তি।

আকবরের প্রতিকৃতি

মুঘল শাসনামল

সেলিম নুর উদ্দিন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫–১৬২৭)

- সমগ্র বাংলা বিজয়ী প্রথম মুঘল সম্রাট।
- তিনি ১৬১০ সালে রাজধানী ঢাকায় আনেন ও নাম দেন 'জাহাঙ্গীরনগর'।
- তার রাজত্বকালেই ইংরেজরা ভারতে আগমন করেন।
- ১৬১২ সালে ইসলাম খান বাংলার বারোভূঁইয়াদের দমন করে পুরো বাংলায় মুঘল শাসন কায়েম করেন।
- জাহাঙ্গীর এর লিখিত আত্মজীবনীর নাম 'তুজুক–ই–জাহাঙ্গীর'।

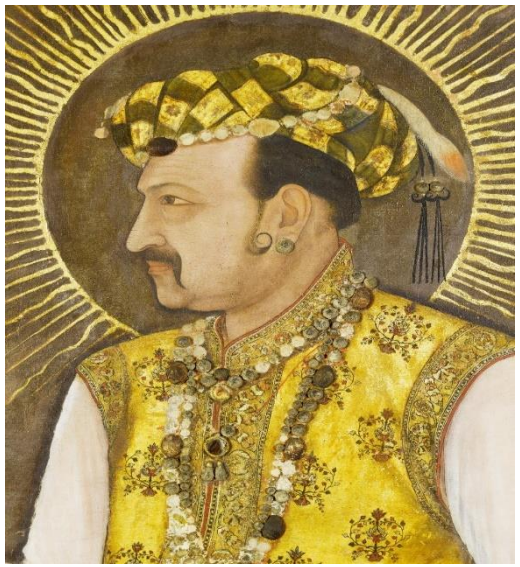

জাহাঙ্গীরের প্রতিকৃতি

মুঘল শাসনামল

শাহজাহান (১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ - ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দ)

- আগ্রার তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, দিল্লি জামে মসজিদ, দিল্লির লালকেল্লা,
- সালিমার উদ্যান, খাসমহল, শীষমহল প্রভৃতি তাঁরই স্থাপত্য নিদর্শন।
- তিনি নির্মাণের যুবরাজ 'Prince of Builders' নামে খ্যাত।

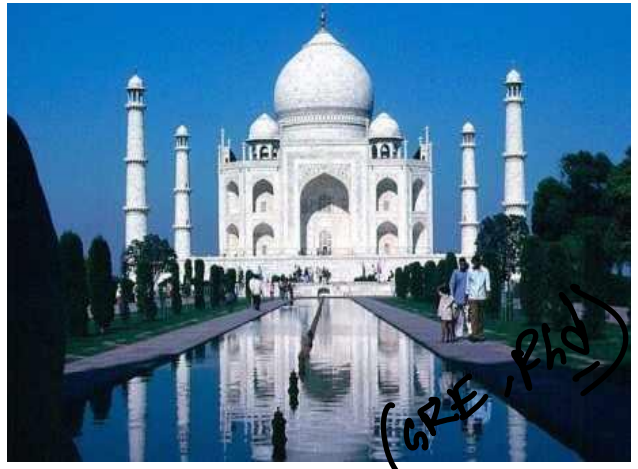

মুঘল শাসনামল

আওরঙ্গজেব (১৫৫৮–১৭০৭)

- তিনি আলমগীর বাদশাহ গাজী উপাধি নিয়ে সিংহাসন অলংকৃত করেন।
- 'ফতোয়া–ই–আলমগীর' নামক শরিয়া আইন ও 'ইসলামী অর্থনীতি' চালু করেন।
- আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বাংলায় নিযুক্ত সুবেদার 'মীর জুমলা' আরাকান মগ ও দস্যু দমন করতে ১৬৬০ সালে রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন।
- তাকে 'জিন্দাপীর' এবং আমীরুল মুমিনিন বলা হতো।
- তিনি জিজিয়া কর চালু করেন।

আওরঙ্গজেবের প্রতিকৃতি

POLL QUESTION-03

Jalal Md. Ashfaq

✪ পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন-

(a) শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ

(b) সিকান্দার শাহ

(c) নাসিরউদ্দিন নুসরাত শাহ

(d) নাসির উদ্দিন মাহমুদ ✓

বাংলায় মুঘল শাসন

বাংলায় মুঘল শাসন দুটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। যথা-

- সুবেদারি শাসন পর্যায় (১৬১০-১৭০০)
- নবাবী শাসন পর্যায় (১৭০০-১৭৫৭)

মুঘল শাসনামল

❑ শাহজাদা সুজা

✪ চকবাজারে 'বড় কাটরা' এবং ধানমন্ডি ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ করেন।

শাহজাদা সুজার প্রতিকৃতি

❑ ইসলাম খান (১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দ -১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

✪ বাংলায় নিযুক্ত প্রথম সুবেদার।

✪ ঢাকাকে সর্বপ্রথম রাজধানীর মর্যাদা দেন (১৬১০ সালে)

✪ বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন।

✪ ধোলাইখাল খনন করেন।

✪ নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।

বাংলায় মুঘল শাসন (সুবেদারি)

মীর জুমলা (১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দ -১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)

- ১৬৬০ সালে বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।
- ঢাকা গেইটে (ঢাবি দোয়েল চত্বর সংলগ্ন) নির্মাণ করেন।

শায়েস্তা খান (১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ - ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দ) ও (১৬৭৯ খ্রিষ্টাব্দ - ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ)

- চট্টগ্রাম থেকে মগ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন এবং চট্টগ্রামের নামকরণ করেন ইসলামাবাদ।
- সাতগম্বুজ মসজিদ, ছোট কাটরা, লালবাগের কেল্লা নির্মাণ করেন।
- তারই সময়ে টাকায় ৮ মন চাল বিক্রি হত।

বাংলায় মুঘল শাসন (নবাবী)

❑ মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দ -১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

- ✪ বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব
- ✪ তিনি রাজধানী ঢাকা হতে মকসুদাবাদে (মুর্শিদাবাদ) স্থানান্তর করেন।
- ✪ 'মাল জামিনী' নামক রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেন।

মুর্শিদকুলি খানের প্রতিকৃতি

❑ আলীবর্দি খান (১৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ - ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

- ✪ মারাঠাদের (বর্গী নামে ডাকা হত) হাত থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষা করেন।

আলীবর্দি খানের প্রতিকৃতি

বাংলায় মুঘল শাসন (নবাবী)

সিরাজ-উদ-দৌলা

- ১৭৫৬ সালে কলকাতা জয় করে নামকরণ করেন আলীনগর।
- ১৭৫৭ সালে ইংরেজদের সাথে আলীনগরে সন্ধি করেন।
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।
- সিরাজ-উদ-দৌলার প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ সিরাজ-উদ-দৌলা।
- মোহাম্মদী বেগ মতান্তরে মীর মীরন নবাবকে হত্যা করেন।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার ভাস্কর্য, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র, নদীয়া।

পলাশী যুদ্ধ

- **তারিখ:** ২৩ জুন, ১৭৫৭।
- **স্থান:** ভাগীরথী নদীর তীর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
- **প্রধান সেনাপতি:** ব্রিটিশদের পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ ও বাংলার পক্ষে মোহন লাল
- **বাংলার পক্ষে যুদ্ধ করা ফরাসি সেনাপতি:** সিন ফ্রে।
- **সিরাজউদ্দৌলার সাথে বিশ্বাসঘাতকা করা সেনাসদস্য:** মীর জাফর ,রায় দুর্লভ, খুদা-ইয়ার লুৎফ খান।
- **সিরাজের পক্ষে লড়ে যাওয়া সেনা সদস্য:** মীর মদন, মোহন লাল, নবে সিং হাজারী ও বাহাদুর খান।

বক্সারের যুদ্ধ

- **প্রতিপক্ষ:** ইংরেজ বাহিনী বনাম বাংলা, অযোধ্যা ও দিল্লির সম্রাটের মিত্রবাহিনী।
- **সময়কাল:** ১৭৬৩ সাল ৪ বার; কিন্তু চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়- ২২ অক্টোবর (১৭৬৪)।
- **অংশগ্রহণকারীদের নাম:** ১. মীর কাসিম- বাংলা; ২. সম্রাট শাহ আলম- দিল্লী; ৩. নবাব সুজাউদ্দৌলা- অযোধ্যা; ৪. মেজর মনরো- ইংল্যান্ড।
- বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়।
- রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন।
- **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব-** মুর্শিদ কুলি খান।
- **বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব-** নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
- **বাংলার শেষ নবাব-** নাজিম-উদ্দৌলা।
- **বাংলার স্বাধীনচেতা নবাব-** মীর কাশিম।

বিভিন্ন শাসনামলে বাংলার রাজধানী

শাসনামল	রাজধানী
প্রাচীন বাংলা	মহাস্থানগড়
সুলতানী আমল	সোনারগাঁও
মুঘল আমল	সোনারগাঁও
মৌর্য ও গুপ্ত বংশ	গৌড়
আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	একডালা
গৌড় রাজ্যের/শশাঙ্কের	কর্ণসুবর্ণ
খড়্গ	কুমিল্লার কর্মান্তবসাক
হর্ষবর্ধন	কনৌজ

শাসনামল	রাজধানী
মৌর্যযুগ/ পুণ্ড্র জনপদ	পুণ্ড্রনগর (বাংলার প্রাদেশিক)
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	পাটালিপুত্র
ঈসা খান	সোনারগাঁও
দেব রাজবংশ	দেবপর্বত
বর্মদেব	বিক্রমপুর
বুগরা খান	লক্ষণাবতী
সেন আমল/লক্ষ্মণ সেন	নদীয়া বা নবদ্বীপ
আলীবর্দী খান	মুর্শিদাবাদ

POLL QUESTION-04

✪ **‘মালজামিনী’ প্রথার প্রবর্তক কে?**

(a) সিরাজ সিরাজউদ্দৌলা

(b) শায়েস্তা খান

(c) ইসলাম খান

(d) মুর্শিদকুলি খান

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) পুণ্ড্র (খ) তাম্রলিপি (গ) গৌড় (ঘ) হরিকেল

➲ বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) সমতট (খ) পুণ্ড্র (গ) বঙ্গ (ঘ) হরিকেল

➲ কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) মৌর্য (খ) গুপ্ত (গ) পাল (ঘ) মুসলিম

➲ বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) শশাঙ্ক (খ) মুর্শিদ কুলি খান (গ) সিরাজউদ্দৌল্লা (ঘ) আব্বাস আলী খান

➲ চীনদেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন? [৪৪তম বিসিএস]

(ক) হিউয়েন সাং (খ) ফা হিয়েন (গ) আই সিং (ঘ) এঁদের সকলেই

➲ আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি ছিল? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) মহাভারত (খ) রামায়ণ (গ) গীতা (ঘ) বেদ

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ প্রাচীন বাংলায় 'সমতট' বর্তমান কোন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল? [৪৩তম বিসিএস]

(ক) ঢাকা ও কুমিল্লা (খ) ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা

(গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী (ঘ) ময়মনসিংহ ও জামালপুর

➲ বাংলা আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? [৪২তম বিসিএস]

(ক) বাংলা (খ) সংস্কৃত (গ) হিন্দি (ঘ) অস্ট্রিক

➲ নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত 'সোমপুর বিহার' এর প্রতিষ্ঠাতা কে? [৪২তম বিসিএস]

(ক) গোপাল (খ) ধর্মপাল (গ) মহীপাল (ঘ) বিগ্রহপাল

➲ ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়- [৪১তম বিসিএস]

(ক) ব্রিটিশ আমলে (খ) সুলতানি আমলে (গ) মুঘল আমলে (ঘ) স্বাধীন নবাবী আমলে

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ ‘মাৎস্যন্যায়’ বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে? [৪১তম বিসিএস]

(ক) ৫ম-৬ষ্ঠ শতক (খ) ৬ষ্ঠ-৭ম শতক (গ) ৭ম-৮ম শতক (ঘ) ৮ম-৯ম শতক

➲ বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন? [৪১তম বিসিএস]

(ক) হেমন্ত সেন (খ) বল্লাল সেন (গ) লক্ষণ সেন (ঘ) কেশব সেন

➲ অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) অশোক (খ) শশাঙ্ক (গ) মেগদা (ঘ) ধর্মপাল

➲ বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ (খ) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ

(গ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (ঘ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

➲ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ কখন বৃহত্তর বাংলা শাসন করেন? [৪০তম বিসিএস]

(ক) ১৪৯৮–১৫১৬ খ্রি: (খ) ১৪৯৮–১৫১৭ খ্রি: (গ) ১৪৯৮–১৫১৮ খ্রি: (ঘ) ১৪৯৮–১৫১৯ খ্রি:

বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ প্রাচীন বাংলা মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে? [৪০তম বিসিএস]

(ক) অশোক মৌর্য (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (গ) সমুদ্র গুপ্ত (ঘ) এর কোনোটিই না

➲ পলাশির যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) জুন ২২, ১৭৫৭ (খ) জুন ২৪, ১৭৫৭

(গ) জুন ২৩, ১৭৫৭ (ঘ) জুন ২৫, ১৭৫৭

➲ নিচের মুঘল সম্রাটদের মধ্যে কে প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) আকবর (খ) বাবর (গ) শাহজাহান (ঘ) হুমায়ুন

➲ প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা– [৩৮তম বিসিএস]

(ক) রাজশাহী (খ) দিনাজপুর (গ) খুলনা (ঘ) চট্টগ্রাম

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy